উপসংহার

‘হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্ব : নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে’ শিরোনামে পরিবেশিত গবেষণা সন্দর্ভের উপসংহারে পৌঁছে প্রাথমিকভাবে আমরা ছয়টি অধ্যায়ে বিভাজিত সমগ্র গবেষণা কর্মটির নির্যাসবিন্দুকে একে একে নিম্নে সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি।

প্রথমত, প্রিজন নোটবুকে আন্তোনিও গ্রামশির 'সাবঅলটার্ন' শব্দ প্রয়োগ ও মিশেল ফুকোর প্রতাপ তত্ত্বের সূত্র ধরে ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’ চর্চার সূচনা। যার মধ্য দিয়ে রণজিৎ গুহর ‘নিম্নবর্গ’ বঙ্গীয়শব্দ প্রয়োগ ও কৃষক চেতনা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গীয় চেতনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বোপরি গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক দ্বারা ইতিহাসের বিনির্মাণের কথা তুলে ধরার মধ্য দিয়েই নিম্নবর্গ ও নিম্নবর্গীয় চেতনার বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে। যেখানে গ্রামশি ও মিশেল ফুকোর ক্ষমতার যূথবদ্ধ ধারণার পথ বেয়ে ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’ গোষ্ঠীর নানা সমালোচনা ও বিতর্ককে সামনে রাখা হয়েছে। দেখা হয়েছে কীভাবে জাতিভেদ প্রথা, সম্প্রদায়িকতা, নারীর নিম্নবর্গীয়তার মধ্য দিয়ে উচ্চবর্গ দ্বারা প্রতিনিয়ত নিম্নবর্গের নির্মাণ হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সাহিত্যে ‘সাবঅলটার্ন’ শব্দটিকে যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে বা নিম্নবর্গীয় চেতনা বা তত্ত্ব যেভাবে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ স্থান দখল করেছে, কিংবা যেভাবে বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গের ক্রমশ রূপান্তর ও উত্থান ঘটেছে সেই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার লক্ষ্যে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় চেতনার ক্রমবিকাশকে আলোচনার মাধ্যমে দেখতে চেয়েছি।

তৃতীয়ত, গবেষণায় নির্বাচিত হরিশংকর জলদাসের নিম্নবর্গ-প্রধান কথাসাহিত্যে বর্ণিত তথাকথিত নিম্নবর্গের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে যথাসম্ভব বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে। যেখানে উঠে এসেছে মূলত জেলে সমাজ, মেথর সমাজ ও পতিতা সমাজের কথা। তাদের বাসস্থানের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রান্তিক জীবনযাপন, আচার-ব্যবহার, রুচিশীলতা, সংস্কৃতি ও সর্বোপরি তাদের প্রগতিশীল চেতনায় জীবনযাপনের পরবর্তী অধ্যায়ে পৌঁছনোর প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রামকে লক্ষ করা গিয়েছে যা নিম্নবর্গের চালচিত্রকে প্রমাণ করে।

চতুর্থত, নিম্নবর্গের বিপরীতে উচ্চবর্গের অবস্থান ও তাদের দ্বারা নিম্নবর্গের প্রতিনিয়ত বঞ্চনা ও শোষণের চিত্রটি হরিশংকরের কথাসাহিত্যের একটি বিশেষ দিক হিসেবে ধরা পড়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। নিম্নবর্গীয় সমাজের প্রতি নানাবিধ শোষণ-বঞ্চনার চিত্রগুলি যেমন, সামাজিক শোষণ, অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক শোষণের পরিসীমা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। নিপীড়ন, অত্যাচার, ধর্ষণ, হত্যা, ষড়যন্ত্র ও

বিশ্বাসঘাতকতার চরমরূপের মধ্য দিয়ে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের দ্বাণুক অবস্থানকে বিশেষভাবে লক্ষ করা গিয়েছে।

পঞ্চমত, হরিশংকরের কথাসাহিত্যে বর্ণিত নিম্নবর্গ যে কেবল প্রতিবাদহীন ও নিষ্ক্রিয় তা নয়, প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী নিম্নবর্গকে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করতেও দেখা গিয়েছে। কখনো একক বা কখনো সম্মিলিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধে মুখর হয়েছে তারা। পুরুষসমাজের প্রতিবাদের ধরন ও নারী সমাজের প্রতিবাদের ধরনের ভিন্নতা রয়েছে সেখানে। তবে তাদের এই প্রতিবাদ সাময়িকভাবে ফলপ্রসূ হলেও বৃহত্তর ক্ষেত্রে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। নিম্নবর্গ যে কেবল উচ্চবর্গের পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে চুপ করে থাকার পাত্র নয়, তা তারা জীবন দিয়ে পর্যন্ত বুঝিয়ে দিয়েছে, যা নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে গবেষণা সন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে।

ষষ্ঠত, সর্বশেষ ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, সাবঅলটার্ন গোষ্ঠীর সমালোচকেরা এমন একজন ঐতিহাসিকের কথা বলেন যিনি নিম্নবর্গের একজন হয়ে তাদের নির্মাণের কথা তুলে আনবেন। সে ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের মতো একজন সাহিত্যস্রষ্টাও যে নিম্নবর্গীয় চেতনা ও নিম্নবর্গ নির্মাণের কাজটি সহজ করে তুলতে পারেন—সেই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি সাবঅলটার্ন স্টাডিজ কথিত নিম্নবর্গের ইতিহাস ও নিম্নবর্গীয় চেতনাকে হরিশংকর জলদাস কীভাবে তাঁর কথাসাহিত্যের আকল্পে ব্যাখ্যা করেছেন তা তুলে ধরা হয়েছে- যার উদ্দেশ্য হল এটা প্রমাণ করা যে একজন সাহিত্যিকের নিম্নবর্গ প্রধান সাহিত্য সংরূপকেও ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজের বদলে নিম্নবর্গীয় চেতনার দলিল হিসেবে দেখা যেতে পারে।

সপ্তমত, পরিশিষ্ট অংশে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে হরিশংকর জলদাসের বংশতালিকা, কালক্রমিক জীবন, তাঁর সৃজনবিশ্ব, অর্জিত পুরস্কারের পরিচয় ও সর্বোপরি লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরিচয় দিয়েছি।

সুতরাং উপরিউক্ত ক্রমে হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যকে নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা যা পেলাম তাতে দেখা গেল,

এক।

হরিশংকর জলদাস তাঁর কথাবিশ্বে নিম্নবর্গকে তুলে ধরেছেন একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ক্ষেত্রের মধ্যে। অর্থাৎ তথাকথিত জেলে, মেথর, পতিতা, কুমোর ইত্যাদি নিম্নবর্গীয় সমাজের মধ্যেই উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের বৈপরীত্যমূলক অবস্থান। ক্ষেত্র পরিবর্তনে ক্ষমতার পরিবর্তনের বিষয়টি সেভাবে কথাবিশ্বে উঠে আসেনি। নিম্নবর্গীয় সমাজের মধ্যেই তাঁর কথাসাহিত্যের সীমাবদ্ধতা।

দুই।

উচ্চবর্গের অপর হিসেবে নির্মিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে গুরুত্ব সহকারে স্থান দেওয়ার পাশাপাশি কথাসাহিত্যে লক্ষ করা যায়, তাদের জীবিকার তাগিদে আমৃত্যু পরিশ্রম করার মানসিকতা, জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার জন্য অন্তিম প্রয়াস ও সর্বোপরি শোষিত-বঞ্চিত হওয়ার একই রকম অনুভূতি থেকে বারবার ঐক্যবদ্ধ হওয়া। উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের সম্মিলিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধ তাদের 'বাইনারি' অবস্থানে এনে দাঁড় করিয়েছে। কথাসাহিত্যে শুধুমাত্র নিম্নবর্গের উপস্থাপনের দিকটিই উঠে এল না, পাশাপাশি উচ্চবর্গের বিপরীতে প্রতিনিয়ত কীভাবে নিম্নবর্গের নির্মাণের দিকটিও উঠে এল। উচ্চবর্গ দ্বারা নিম্নবর্গ কীভাবে শাসিত ও শোষিত হয়ে সামাজিক অবনতির দিকে চলে যাচ্ছে-এই বিষয়টি লক্ষ করা গেল। নিম্নবর্গের নিজস্ব ভাবাদর্শের স্বতন্ত্র পরিচয় এবং অন্যায়-অত্যাচারের বিপক্ষে তাদের শ্রেণিচেতনার দিকটি গুরুত্ব পেল হরিশংকরের আখ্যানগুলিতে। নিম্নবর্গের আচার-ব্যবহার সংস্কৃতি, অর্থনীতি, পেশা, নেশা, সামাজিকতা, নিয়ম-নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের মধ্য দিয়ে হরিশংকরের কথাসাহিত্য বহুমাত্রিক জীবনের শিল্প ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে—যা একই সঙ্গে নিম্নবর্গের ইতিহাস ও আখ্যান।

তিন।

নিম্নবর্গীয় চেতনায় শোষণ ও বঞ্চনার বিভিন্ন প্রকৃতিগুলি আসলে সামাজিক কাঠামোয় ক্ষমতার অসম বণ্টনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে নিম্নবর্গ প্রায় ক্ষেত্রেই প্রতিবাদহীন। যদিও কিছু ক্ষেত্রে তারা তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়া পরবর্তীকালে উচ্চবর্গের রোষের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। যার ফলে উচ্চবর্গের শোষণ আরো তীব্রতর রূপে প্রকাশ পেয়েছে নিম্নবর্গের প্রতি। অর্থাৎ একদিকে নিম্নবর্গের প্রতিবাদহীনতা, অন্যদিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া—এই দুইয়ের মাঝে পড়ে তারা বারবার কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তবে হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্বে বর্ণিত নিম্নবর্গ সাময়িকভাবে মার খেয়ে মার সহ্য করলেও একটা সময় তাদের মধ্যে শ্রেণিচেতনার উদ্ভব হয়েছে। সেই চেতনা তাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করেছে যা পরবর্তীকালে তাদের সম্যক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম করেছে। নিম্নবর্গের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়, 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ আলোচিত ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে যে কৃষক বিদ্রোহগুলি সংগঠিত হয়েছিল, তাদের মধ্যেও শ্রেণিচেতনা প্রবল ছিল, কিন্তু প্রতিবার ব্রিটিশ শাসকদের বিপরীতে তাদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে। আলোচ্য

কথাসাহিত্যেও নিম্নবর্গীয় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধগুলি তাদের প্রতিশোধস্পৃহাকে সাময়িক সন্তুষ্টি দিলেও উচ্চবর্গের ক্ষমতার কাছে তা ব্যর্থ হয়েছে।

চার।

ক্ষমতার সম্পর্কের একদিকে আধিপত্য থাকলে তার অপর প্রান্তে অবশ্যই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ও ক্ষমতার প্রাবল্যের কাছে কোনো প্রতিবাদ লক্ষ করা যায়নি। নিম্নবর্গের এই একান্ত অনুগত জীব হয়ে দৈনন্দিন অধীন জীবনযাপন নিম্নবর্গের নিম্নবর্গীয়তাকে যেমন স্পষ্ট করেছে তেমনই এই নিষ্ক্রিয়, ভীরুতা ও প্রতিবাদহীনতাই একটা সময় পরোক্ষভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেও সাহায্য করেছে। সুতরাং 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ আলোচিত কৃষক বিদ্রোহের নিরিখে উঠে আসা কৃষকের বিদ্রোহী চেতনার নেতিবাচকতা আসলে যে শুধু কৃষকই নয়, সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তা আমরা হরিশংকর জলদাসের আলোচ্য কথাবিশ্বের নিরিখেও অনুধাবন করলাম।

পাঁচ।

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে শুদ্ধ- অশুদ্ধের মানদণ্ডের ওপর নির্ভর করে একদিকে যেমন সমাজ-মানুষের মধ্যে শ্রেণি বিভাজন হয়েছে তেমনই অন্যদিকে সমাজের কিছু বৃত্তিকে হেয় জ্ঞান করে তাদের নিম্নজাত বলে গণ্য করা হয়েছে। যেমন মেথরবৃত্তি, চর্মকার, পশুশিকার, মাছমারা ইত্যাদি পেশার সঙ্গে অশুদ্ধি বা অপবিত্রতা যুক্ত হয়ে আছে বলে সমাজে এগুলো নিম্নবৃত্তি। অপরপক্ষে যাগ-যজ্ঞ করা, শিক্ষকতা বা পরিশ্রম বর্জিত প্রায় সবরকম তথাকথিত বাবুশ্রেণির কাজ হল উচ্চবৃত্তির। ফলে আলোচ্য কথাসাহিত্যে বর্ণিত সামাজিক মানুষের মধ্যে নিম্নবৃত্তি ত্যাগ করে উচ্চবৃত্তি গ্রহণ করার মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। শুধু তাই নয়, হিন্দু-মুসলমানের সহাবস্থানের ফলে বহির্বিশ্বের নানা ঘটনার প্রভাব তাদের সাম্প্রদায়িক চেতনাকে সক্রিয় করেছে।

ছয়।

নিম্নবর্গীয় সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি তাদের পেশাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে। তবে জেলে, মুচি, চাষি, নাপিত ইত্যাদি পেশার মানুষেরা পুরুষানুক্রমিকভাবে একই পেশাকে অবলম্বন করে জীবন অতিবাহিত করলেও তাদের মধ্য থেকে কেউ শিক্ষা অর্জন করে তথাকথিত ভদ্রসমাজে নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। আবার কেউ পৈতৃক পেশা বদল করে কুলি, বাদনদলের বাদক, কেউ ভিক্ষে করে বা কেউ হাল চাষ করে জীবনধারণ করেছে। কিন্তু পতিতা ও মেথর সমাজের ক্ষেত্রে শিক্ষা অর্জন করে সমাজের মূলস্রোতে মেশার

কোনো সুযোগ তৈরি হয়নি। তাদের মধ্যে কেউ সে চেষ্টা করলেও তথাকথিত ভদ্রসমাজ তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমবিভাগের মধ্য দিয়ে এভাবেই সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা-বোধ সৃষ্টি হয়েছে।

সাত।

হরিশংকর জলদাস তাঁর কথাসাহিত্যে যে তথাকথিত নিম্নশ্রেণি তথা নিম্নবর্গীয় সমাজের কথা তুলে ধরেছেন সে সমাজে আলোচ্য পুঁথিগত শিক্ষার আলো প্রবেশ করতে পারে না। ফলে দিন আনা দিন খাওয়া নিম্নবর্গীয় সমাজ শিক্ষা নিয়ে খুব বেশি ভাবে না। এইসব তথাকথিত প্রান্তীয় জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার উদ্যোগে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ হয় না। যদি তা বহু চেষ্টায় নির্মিত হয়ও, তথাপি তা গ্রাম থেকে সাত-আট মাইল দূরে অবস্থিত। দূরত্বের কারণে অনেকেই শিক্ষার্জনে আগ্রহ হারায় এবং স্থানীয় গৃহ শিক্ষকের কাছে নামমাত্র অক্ষর জ্ঞান লাভ করার পর তারা শিক্ষালাভ থেকে নিরস্ত হতে বাধ্য হয়।

আট।

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে সংস্কৃতিগত আধিপত্যমূলক অপরত্ব ব্যাপারটি সে অর্থে উঠে আসেনি। কারণ তাঁর আখ্যানগুলি নিম্নবর্গ-প্রধান এবং সেখানে নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতিরই বর্ণনা আমরা পেয়েছি। হরিশংকর জলদাসের সাহিত্যে যে সমাজ ও সংস্কৃতিকে দেখি তা মূলত নিম্নবর্গকেন্দ্রিক যেখানে মূলত খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে ডাল, ভাত, মাছ, তরকারি, আলুর ভর্তা, রুটি, বিভিন্ন প্রকারের শাক-সবজি, মাংস, আচারের ব্যবহার এখনো বাঙালি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও রয়েছে পুরোদস্তুর বাঙালিয়ানা। তাছাড়া গ্রামশি কথিত নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতিতে লোকসংস্কৃতির প্রভাব হরিশংকরের কথাসাহিত্যে বর্ণিত নিম্নবর্গের মধ্যে লক্ষণীয়।

নয়।

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে যে অবস্থান থেকে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গকে দেখা হয়েছে সেখানে সর্বোপরি প্রায় অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসে নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনাটি গুরুত্ব সহকারে প্রদর্শিত হয়েছে। যা নিম্নবর্গীয় চেতনার আলোকে বিশ্লেষণ করার যোগ্য। তাছাড়া নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনা, প্রগতিশীল চেতনা, ধর্মভাব ও পরিস্থিতিভেদে নিম্নবর্গীয়তাকে স্বীকার করে নেওয়ার প্রবণতা উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গীয় চেতনা ও তাদের স্বতন্ত্র স্বরকে প্রকট করেছে।

দশ।

সর্বোপরি একথাই আমরা অনুধাবন করলাম যে, নিম্নবর্গের বিকল্প ইতিহাস রচনার জন্য সমালোচকেরা এমন ঐতিহাসিকের সন্ধান করেছিলেন যিনি নিম্নবর্গেরই একজন হয়ে নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা করতে পারবেন। যেখানে অন্তত তাদের স্বকীয় কণ্ঠস্বরকে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। কিন্তু বাস্তবে এমন ঐতিহাসিকের সন্ধান না পেলেও আমরা নিম্নবর্গের সাহিত্যিক হরিশংকর জলদাসকে অন্বেষণ করতে পেরেছি, যিনি জেলে হয়ে জেলেদের তথা সমাজের নিম্নবর্গের কথা আখ্যানের আকল্পে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

পরিশেষে বলতে হয়, বর্তমান সময়কাল অর্থাৎ ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হরিশংকর জলদাসের সামগ্রিক কথাবিশ্বকে অনুধাবন করলেও আমরা আমাদের গবেষণার বিষয় হিসেবে তার একটিমাত্র দিককেই আলোকিত করার অবকাশ পেয়েছি। সুতরাং হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বকে আরো নানা দিক থেকে দেখার সুযোগ অবশিষ্ট রয়ে গেল। হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে পুরাণের বিনির্মাণ, প্রেম ও যৌনতার ব্যবহার, মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যাখ্যান, আত্মজৈবনিক উপাদানের নিরিখ কিংবা আখ্যানতত্ত্ব, শৈলীবিজ্ঞান কিংবা বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্বের আশ্রয়ে বিশ্লেষণের বিস্তৃত সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া হরিশংকরের কথাসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়েও গবেষণার অবকাশ আছে। আমাদের এই গবেষণা সন্দর্ভটি হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যকে আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার দিক থেকে বিশ্লেষণের একটি সূচনামাত্র যা ভবিষ্যতে হরিশংকরপ্রেমী গবেষকদের হরিশংকরের সাহিত্য নিয়ে গবেষণায় উৎসাহিত করবে বলেই আশা করি।